তৃতীয় অধ্যায়

জ্ঞান—জ্ঞানের মাত্রাভেদ—জ্ঞানের সত্যতা—ঈশ্বরের অস্তিত্বের জ্ঞান—অন্যান্য বিষয়ের জ্ঞান—বচন এবং সম্ভাব্যতা—বুদ্ধি এবং বিশ্বাস।

লকের মতে ধারণার সঙ্গে ধারণার সঙ্গতি বা অসঙ্গতি (agreement or disagreement of ideas) প্রত্যক্ষ করার নাম জ্ঞান। আমরা যখন বলি 'ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ' তখন আমরা ত্রিভুজের তিন কোণ এবং দুই সমকোণ—এই দুই ধারণার সঙ্গতি প্রত্যক্ষ করি। সেজন্যই 'ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি দুই সমকোণ', একথা আমরা জানি এমন বলা যায়।

ধারণার সঙ্গতি বা অসঙ্গতি চার রকমভাবে হ'তে পারে। প্রথমতঃ—ধারণার অভেদ বা ভেদ (Identity or diversity)। মন সাক্ষাৎভাবে এবং অভ্রান্তভাবে জানে যে সংবেদন-লব্ধ সাদা এবং গোলাকারের ধারণা যথাক্রমে সাদা এবং গোলাকারের ধারণার সঙ্গে অভিন্ন এবং লাল এবং বর্গাকারের ধারণা থেকে যথা ক্রমে ভিন্ন। দ্বিতীয়তঃ ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ (Relations between ideas)। গণিত শাস্ত্রে আমরা যে বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ করি তা এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলে উল্লেখ করা হয়েছে. তৃতীয়তঃ ধারণার সহাবস্থান (co–existence)। স্বর্ণের ক্ষেত্রে অগ্নিতে লয় না পাওয়ার শক্তির ধারণা, হলুদ রঙ, ওজন, গন্ধকে গলে যাওয়া প্রভৃতির ধারণার সঙ্গে সহাবস্থান করে, এবং ফলে আমরা স্বর্ণ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। চতুর্থতঃ—ধারণার বাস্তব অস্তিত্ব (Real existence corresponding to an idea)। ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে লক এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলে উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে বাস্তবে অস্তিত্বশীল একটি সত্তার সঙ্গতি আছে। এই সঙ্গতি প্রত্যক্ষ করলেই ঈশ্বরের জ্ঞান হয়।

লক এই যে চার রকম সঙ্গতি বা অসঙ্গতির কথা বলেছেন এদের মধ্যে অভেদ বা ভেদ এবং সহাবস্থানকে সহজেই সম্বন্ধের অন্তর্গত করা যায়।[1] তবে লক এদের আলাদাভাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতী। কিন্তু, লক যে ধারণার বাস্তব অস্তিত্বের কথা বলেছেন তা খুব সহজযোধ্য নয়। যা কিছু চিন্তার বিষয় তা-ই যদি ধারণা হয় তবে বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গে ধারণার মিল আছে কি-না, তা জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, বাস্তব অস্তিত্ব আমরা কখনই ধারণা ছাড়া সরাসরি জানতে পারি না। তা ছাড়া ধারণার সঙ্গে ধারণার সঙ্গতি প্রত্যক্ষ করার নামই যদি জ্ঞান হয়, তবে ধারণার সঙ্গে বাস্তব অস্তিত্বের সঙ্গতি প্রত্যক্ষ করাকে জ্ঞান বলা যাবে কি?

1. 'Identity and coexistence are truly nothing but relations—Essay, চতুর্থ খণ্ড P. 171.

Scanned with CamScanner

লক জ্ঞানের মাত্রাভেদের কথা বলেছেন। তাঁর মতে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান বোধিমূলক জ্ঞান (Intuitive knowledge), তারপর ন্যায়ের সম্বন্ধ-ভিত্তিক জ্ঞান (Demonstrative knowledge) এবং সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান (Sensitive knowledge)। অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক হিসেবে লক ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান, একথা বলবেন বলে আশা করা গিয়েছিল। কিন্তু, তিনি বোধিমূলক এবং অবরোহী অনুমানাত্মক গাণিতিক জ্ঞানকেই আদর্শ জ্ঞান বলে উল্লেখ করেছেন। এই ক্ষেত্রে লকের উপর বুদ্ধিবাদের বিশেষ করে বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দেকার্তের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়।[1]

মন কখনও কখনও দু'টি ধারণার সঙ্গতি বা অসঙ্গতি কোন ধারণার মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি জানতে পারে। এই জ্ঞানই বোধিমূলক জ্ঞান। সাদা যে কালো নয়, তিন যে দুই-এর চেয়ে বেশি, তা আমরা সরাসরি জানতে পারি। সুতরাং এইসব জ্ঞান যে বোধিমূলক জ্ঞান তা স্বীকার করতে হ'বে। লক বলেন, এর চেয়ে সুস্পষ্ট এবং সুনিশ্চিত জ্ঞান আমাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। বোধির উপরই সমস্ত জ্ঞানের নিশ্চয়তা এবং প্রামাণ্য নির্ভর করে।[2]

মন যখন দু'টি ধারণার সঙ্গতি বা অসঙ্গতি সরাসরি জানতে পারে না, তৃতীয় কোন ধারণার মধ্য দিয়ে জানতে পারে তখন সেই জ্ঞানকে ন্যায়ের সম্বন্ধভিত্তিক জ্ঞান বলা হয়। গণিত শাস্ত্রের জ্ঞান এই পর্যায়ভুক্ত। ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি যে দুই সমকোণের সমান তা আমরা সরাসরি জানতে পারি না, কতকগুলো ধারণার মাধ্যমেই তা আমরা প্রমাণ করতে পারি। এই জ্ঞান ন্যায়ের সম্বন্ধভিত্তিক জ্ঞান। লক বলেন, এই জ্ঞানে বোধিমূলক জ্ঞানের স্পষ্টতা বা সরলতা নাই; তবে ধারণার মধ্যে ন্যায়ের সম্বন্ধ প্রমাণ করার প্রত্যেকটি স্তর যদি বোধিমূলক জ্ঞানভিত্তিক হয় তবে এই জ্ঞানের প্রামাণ্য বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ থাকে না। খুব কম ধারণার ক্ষেত্রেই আমরা ন্যায়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন করতে পারি বলে ন্যায়ের সম্বন্ধভিত্তিক জ্ঞানের পরিধি খুবই সঙ্কীর্ণ।

ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান সংবেদনভিত্তিক। সংবেদনের মাধ্যমে যে সমস্ত ধারণা পাওয়া যায় তাদের মধ্যেই এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সাহায্যে বহির্বিশ্বের অস্তিত্ব জানা যায়। সংবেদনের ধারণা এবং স্মৃতি বা কল্পনার ধারণার পার্থক্য স্পষ্ট। স্মৃতি বা কল্পনার ধারণা সংবেদনের ধারণার মত স্পষ্ট হয় না, সম্পূর্ণ মন-নিরপেক্ষও হয় না। ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সাহায্যে বিশেষ বস্তুর অস্তিত্ব জানা যায়। সংবেদনের ক্ষেত্রে বহির্বিশ্ব থেকে ধারণা আমাদের মনে প্রদত্ত হয়। মন এই ধারণা সৃষ্টি করে না।

লক বলেন, আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বোধিমূলক জ্ঞান, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ন্যায়ের সম্বন্ধভিত্তিক জ্ঞান এবং অন্যান্য জিনিষের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান

---

1. মরিস বলেন লকের দর্শনে বোধিমূলক জ্ঞান এবং ন্যায়ের সম্বন্ধ-ভিত্তিক জ্ঞান ইন্দ্রিয় জন্য জ্ঞান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিবেচিত হয়েছে বলে শেষ পর্যন্ত লকের অভিজ্ঞতাবাদ 'ধারণা অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যায়', এই বিবৃতিতে মাত্র সীমাবদ্ধ হয়েছে। (Morris : Locke, Berkeley, Hume, p. 53).

2. 'It is on this intuition that depends all the certainty and evidence of all our knowledge' —Essay—(চতুর্থ খণ্ড) p. 117.

Scanned with CamScanner

হয়।[1] তিনি আরও বলেন, 'যদি আমি অন্য সমস্ত জিনিষ সংশয় করি তবে এই সংশয়ই আমার অস্তিত্ব জানিয়ে দেয় এবং এই বিষয়ে সংশয় করতে দেয় না।[2] লকের এই কথা দেকার্তের 'আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি', এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আসলে এইক্ষেত্রে লক দেকার্তের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়েছেন বলে মনে হয়।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য লক যে যুক্তি দিয়েছেন তার অন্তর্গত প্রত্যেকটি বচন বোধিমূলক জ্ঞানলভ্য এবং বচনগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ ন্যায়ের সম্বন্ধ প্রকাশ করে। মানুষ নিজের অস্তিত্ব এবং শূন্য হ'তে কিছু সৃষ্ট হয় না, এই কথা বোধি দিয়ে জানে। আবার এটাও স্বতঃই প্রমাণিত যে অনাদিকাল থেকেই কিছু আছে, যদি তা না থাকতো তবে যে মানুষ আজ আছে সে শূন্য থেকে সৃষ্টি হ'ত, অথবা এমন কিছু থেকে সৃষ্টি হ'ত যা শূন্য থেকে সৃষ্ট। যা অনাদিকাল থেকে আছে তা অবশ্যই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হ'বে, কারণ একমাত্র তা-ই সমস্ত শক্তির উৎস হ'তে পারে এবং তা সবচেয়ে বেশি জ্ঞানীও হ'বে, কারণ একথা অচিন্তনীয়, যে জ্ঞাতা মানুষের স্রষ্টা সে সবচেয়ে জ্ঞানী না হয়ে অন্য কিছু হ'বে। সুতরাং অনাদি বা নিত্য, সর্বাপেক্ষা শক্তিমান এবং সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী কেউ আছেন এবং তিনিই ঈশ্বর।

লকের মতে নিজের অস্তিত্ব এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের অস্তিত্ব সংবেদনের সাহায্যে পাওয়া যায়। সংবেদনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই ক্ষেত্রে ধারণা মনে প্রদত্ত হয়। মনের নিষ্ক্রিয়তা বহির্বিশ্বে বস্তুর অস্তিত্ব সূচনা করে। ধারণা যখন বহির্বিশ্বের বস্তুর সঙ্গে মেলে, তখন সংবেদনভিত্তিক জ্ঞান সত্য হয়; আর যদি না মেলে তবে জ্ঞান হয় মিথ্যা। কিন্তু, লক বলেছেন, জ্ঞানের বিষয় মাত্রই ধারণা এবং ধারণার মাধ্যম ভিন্ন বাহ্য বস্তু জানার উপায় নেই, ফলে ধারণার সঙ্গে বাহ্য বস্তুর মিল বা অমিল জানার কোনো উপায় লকের মতে আছে বলে মনে হয় না।[3]

লক বলেন, বোধিমূলক জ্ঞান এবং ন্যায়ের সম্বন্ধভিত্তিক জ্ঞান যত নিশ্চিত, সংবেদনভিত্তিক জ্ঞান তত নিশ্চিত নয়। সংবেদনভিত্তিক জ্ঞান সম্ভাব্য মাত্র। ন্যায়ের সম্বন্ধভিত্তিক জ্ঞান যখন যে সমস্ত বচনের মধ্যে ন্যায়ের সম্বন্ধ স্থাপিত তার প্রত্যেকটি পৃথকভাবে বোধিলব্ধ তখন এবং বোধিমূলক জ্ঞান মিথ্যা হ'তে পারে না। কিন্তু,

---

1. ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান দেয় না বলে ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানভিত্তিক বিজ্ঞান নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান দেয় না, একথা না বলে উপায় থাকে না। মরিস বলেন, বর্হিবস্তুর যথার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান বোধ হয় সম্ভব নয় বলেই লক মনে করতেন। এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কাজ চলার মত এবং খুবই অগভীর বোধহয় এটাই লকের ধারণা (Morris : Locke, Berkeley, Hume, p. 48-49)

2. 'If I doubt of all other things, that very doubt makes me perceive my own existence and will not suffer me to doubt of that' Essay–(চতুর্থ খণ্ড) p. 305.

3. এই বিষয়ে বার্ট্রাণ্ড রসেল 'হিষ্ট্রি অফ ওয়েষ্টার্ণ ফিলসফি' গ্রন্থে (p. 636) চমৎকারভাবে বলেছেন, 'We experience the sensations, but not their causes ; our experience will be exactly the same if our sensations arise spontaneously. The belief that sensations have causes and still more the belief that they resemble their causes, is one, which, if maintained, must be maintained on grounds wholly independent of experience'.

Scanned with CamScanner

সংবেদনভিত্তিক জ্ঞান মিথ্যা হ'তে পারে। সুতরাং যে সমস্ত বচন বোধিমূলক জ্ঞান বা পূর্বে কথিত ন্যায়ের সম্বন্ধভিত্তিক জ্ঞানের বিশেষ প্রকার প্রকাশ করে তারা নিশ্চিত, কিন্তু সংবেদন-ভিত্তিক জ্ঞান-প্রকাশক বচন সম্ভাব্যমাত্র। লোকের কথায় বিশ্বাস করে আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাও সম্ভাব্য। তবে বক্তা যদি খুব বিশ্বাসযোগ্য হয় এবং বিভিন্ন বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি যদি একই কথা বলে তা হ'লে তাদের কথার ওপর নির্ভর করে যে জ্ঞান হয় তার সম্ভাব্যতা বেশি।

লক ঈশ্বর-প্রকটিত সত্য বা প্রত্যাদেশ নিশ্চিত বলে মনে করতেন। তিনি এদের মানুষের বুদ্ধির অতীত বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু, তাঁর মতে এরা বুদ্ধির অতীত হ'লেও বুদ্ধি বিরোধী নয়।[1] লক মনে করতেন যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে জানা গেলেও এমন অনেক ধর্মীয় ব্যাপার আছে যা ঈশ্বর জানিয়ে না দিলে শুধু বুদ্ধি দিয়ে জানা যায় না। কিন্তু, অত্যুৎসাহীরা যে অনেক কিছুকেই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে প্রচার করেন, তার বিরুদ্ধে লক তীব্র আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, যা যুক্তি বা বুদ্ধির বিরোধী তা কখনই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ হ'তে পারে না। যুক্তি-বিরোধী কথা যারা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলে প্রচার করে তারা নিন্দনীয় এবং তাদের কথাও গ্রহণযোগ্য নয়।[2]

Scanned with CamScanner